ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রাক-নির্বাচন এবং গণভোট পরিস্থিতি: টিআইবি'র পর্যবেক্ষণ

মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক, মোঃ সহিদুল ইসলাম
মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, মুহাম্মদ বদিউজ্জামান

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন এবং গণভোট প্রেক্ষাপট

- কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা ছিল বৈষম্যহীন, সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী একটি রাষ্ট্র ও প্রশাসন, এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে
- যার ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে দুই পর্যায়ে ১১টি বিষয় ও খাতভিত্তিক সংস্কার কমিশন গঠন ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রস্তাব
- প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা, এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবগুলোর ওপর একটি জাতীয় অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন
- ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব (কিছু ভিন্নমতসহ) অন্তর্ভুক্ত করে জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্তকরণ ও রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক স্বাক্ষর এবং বাস্তবায়নের অঙ্গীকার
- জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ৪৮টি সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থেকে গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত; গণভোট আয়োজনের জন্য পর্যায়ক্রমে 'জাতীয় জুলাই সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' ও 'গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫' জারি।

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন এবং গণভোট প্রেক্ষাপট

- উক্ত গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫ এবং গণপ্রতিনধিত্ব আদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ একইসাথে যথাক্রমে জুলাই জাতীয় সনদের উপর গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে
- এই প্রেক্ষাপটে প্রাক-নির্বাচন ও গণভোট পরিস্থিতি সম্পর্কে টিআইবি'র জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে চলমান গবেষণার উপর ভিত্তি করে এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রকাশ
- এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রকাশের উদ্দেশ্য নির্বাচন কমিশন, সরকার, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী-কর্মী-সমর্থক, গণমাধ্যম, নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা এবং ভোটার সহ সকল অংশীজনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতার পাশাপাশি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করা
- উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে টিআইবি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর ধারাবাহিক গবেষণা করেছে
- টিআইবি'র চলমান ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং শীর্ষক গবেষণা থেকে শুধুমাত্র প্রাক-নির্বাচনি সময়ের তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এই উপস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল ও প্রতিবেদন নির্বাচনের পর প্রকাশিত হবে।

প্রাক-নির্বাচন পরিস্থিতি: টিআইবি'র পর্যবেক্ষণ

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

তফসিল ঘোষণা-পূর্ব সময়....

নির্বাচনি প্রস্তুতি এবং কমিশনের কার্যক্রমে অংশীজনের আস্থা...

- ভোটার তালিকা হালনাগাদ নিয়ে বিতর্ক
  - তিন দফা ভোটার তালিকা হালনাগাদ করলেও কিছু আসনে অধিক ভোটার মাইগ্রেশন এবং অধিক সংখ্যক নতুন ভোটার যুক্ত হওয়ায় রাজনৈতিক দলের উদ্বেগ ও অভিযোগ
  - ডিজিটাল কাঠামো ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয় পত্র থেকে নির্বাচনের তথ্য ব্যবস্থাপনা- রোহিঙ্গারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং তাদেরকে তালিকা থেকে বাদ না দেওয়া
- সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ ও সংঘর্ষ, থানায় হামলা; অসন্তোষ ও সুপারিশ জানিয়ে ১ হাজার ১৮৫টি দাবি-আপত্তি নির্বাচন কমিশনে জমা; কিছু ক্ষেত্রে জনগণের মতামত উপেক্ষা করার অভিযোগ
- রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি; নিবন্ধন পাওয়া কিছু নতুন রাজনৈতিক দলের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করা ও নিবন্ধনের শর্তপূরণ এবং যোগ্যতা নিয়ে অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশসহ বিতর্ক; প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে রাজনৈতিক দলের অসন্তোষ
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় ৫৯ শতাংশ ভোট কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা
  - ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সিসি ক্যামেরা, লাইট ও বিবিধ যন্ত্রাংশ ক্রয় এবং তা স্থাপনের জন্য স্লিপ ফান্ডের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ, কিছু স্কুলের ক্ষেত্রে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের অনানুষ্ঠানিক নির্দেশে উত্তোলন এবং তা উপজেলা নির্বাহী আফিসারের কাছে জমা প্রদান।

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

তফসিল ঘোষণা-পূর্ব সময়....

- পরবর্তীতে উত্তোলনকৃত অর্থের সামান্য অংশ অবকাঠামো সংস্কার বা লজিস্টিক ক্রয়ের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে প্রদান- বাকি অর্থ আত্মসাতের নির্ভরযোগ্য তথ্য

- পর্যবেক্ষক নিবন্ধন কার্যক্রমে ত্রুটি- নাম সর্বস্ব এবং দলীয় রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পূর্বে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধন প্রদান
  - ৮১টি সংস্থার ৫৫ হাজার ৪৫৪ জন পর্যবেক্ষকের মধ্যে ১৭টি সংস্থা থেকে ৬৪ শতাংশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ; অল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠান থেকে অধিক পর্যবেক্ষক নিয়োগে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে রাজনৈতিক দলের সন্দেহ
  - পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা নিয়েও সংশয়; অফিস এবং লোকবল না থাকা নামসর্বস্ব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ হাজারের বেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগ; অনিয়মের প্রতিবেদন প্রকাশের পর সেই প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষক কার্ড স্থগিত
  - বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ব্যয়ভার নির্বাচন কমিশনের বহনের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত, যা কর্তৃত্ববাদী আমলের চর্চার ধারাবাহিকতা হিসেবে সমালোচিত; কমিশন এবং পর্যবেক্ষকদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব

- নির্বাচন কমিশনের অব্যবস্থাপনার কারণে কমিশনের ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী ১৪ হাজার গণমাধ্যমকর্মীর ব্যক্তিগত তথ্য কিছু সময়ের জন্য ফাঁস যা গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার জন্য হুমকি।

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

তফসিল ঘোষণা-পূর্ব সময়....

- ফলাফল নির্ধারণে ক্ষেত্রবিশেষে অন্যতম প্রভাবক পোস্টাল ভোট (মোট ভোটারের ১ শতাংশ) নিয়ে রাজনৈতিক দলের সন্দেহ
  - একজনের মোবাইল নম্বর দিয়ে আরেকজন ব্যালট গ্রহণ
  - নির্ধারিত সময়ের আগেই ভোট গ্রহণের অভিযোগ
  - কয়েকটি দেশে একই ঠিকানায় বিপুলসংখ্যক ব্যালট গণনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার; রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ প্রদান- নির্বাচন কমিশন ব্যাখ্যা দিলেও পোস্টাল ভোটে কারচুপির সন্দেহ

তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময়....

নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি

- নিবন্ধন স্থগিত হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারা এবং নির্বাচন প্রতিহতের ঘোষণা এবং সহিংসতা
- পূর্বের জাতীয় নির্বাচনে সহিংসতা প্রবণ এলাকা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সময় যে এলাকাগুলোতে অধিক সহিংসতা হয়েছে এমন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলগুলোতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি
- তফসিল ঘোষণার আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, মব ভায়োলেন্স, ছিনতাইয়ের ঘটনা অব্যাহত
- সম্ভাব্য প্রার্থীর হত্যাকাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে না বলে কমিশনের বিতর্কিত বক্তব্য।

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময়....

হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাই...

- প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত আয়-ব্যয়, দ্বৈত নাগরিকত্ব, সম্পদ, বিদেশে আয় ও সম্পদ, ঋণ, দায় সংক্রান্ত তথ্যের উপর টিআইবি'র প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণসহ গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও তথ্যের সঠিকতা ও পর্যাপ্ততা এবং আয় ও সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে অর্জিত তা সঠিকভাবে যাচাই হয়নি, হবে কিনা, এবং ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা এ ব্যপারে প্রশ্ন
- কিছু প্রার্থী হলফনামায় বিদেশে সম্পদ এবং দ্বৈত নাগরিকত্ব বিষয়ে মিথ্যা তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপন করলেও সেকল প্রার্থীদের নির্বাচনে বৈধ ঘোষণা
- অন্তত ৪৫ জন ঋণগ্রস্ত প্রার্থী, যারা প্রাথমিকভাবে খেলাপি বলে গণ্য হয়েছিলেন, আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন; ঋণগ্রস্তদের ছাড় দেওয়ার লক্ষ্যে সময়সীমা বাড়ানো এবং এক্ষেত্রে কমিশনের বিতর্কিত বক্তব্য প্রদান
- প্রাথমিক বাছাইয়ে এবং কিছু সংখ্যক প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর আপিলের কারণে মনোনয়ন বাতিল- মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণ প্রকাশ না করায় এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন
- স্বতন্ত্র প্রার্থীর সর্বাধিক মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অভিযোগ প্রার্থীদের
- মনোনয়ন বৈধতার জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সর্বাধিক আপিল ও নামঞ্জুর
- জাতীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপের ঘাটতি।

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময়....

সকল দল এবং প্রার্থীর সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র

- রিটার্নিং অফিসারের রুমে একজন মনোনয়ন প্রত্যাশীকে আরেকজন মনোনয়ন প্রত্যাশী ও তার কর্মীদের হামলা; মনোনয়ন প্রত্যাশীকে রুম থেকে জোর করে বের করে দেওয়ার চেষ্টা এবং কমিশনের পদক্ষেপের ঘাটতি
- এক শতাংশ সমর্থকের স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও যাচাইয়ের সময় তাদের না পাওয়া এবং স্বাক্ষরে অসামঞ্জস্যতার অজুহাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের অভিযোগ
- নির্বাচনি অনিয়ম রোধে কমিশনের আইন প্রয়োগে ঘাটতি ও অনীহা
  - প্রভাবশালী দলগুলোর শীর্ষ স্থানীয় নেতারা রাত ১২টার পর জনসমাবেশ করলেও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা
  - ক্ষেত্রবিশেষে, স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ- শোকজ, কমিশনে তলব ও জরিমানা
- ব্যালট পেপারে বিএনপির প্রতীকের অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও এবং একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি কমিশনের পক্ষপাতের অভিযোগ।

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময়....

প্রচার ও অপপ্রচার নিয়ন্ত্রণ

- নির্বাচনি আচরণ বিধি ভেঙ্গে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা অব্যাহত- নির্বাচন কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণার জন্য রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অনিয়ন্ত্রিত অর্থ ব্যয়-
  - ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ সময়ের মধ্যে শীর্ষ দুই নির্বাচনি জোটের শীর্ষ দলগুলোর দলীয়ভাবে ফেসবুক প্রচারণায় সর্বোচ্চ ব্যয়, একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকার অধিক খরচ
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অস্থিতিশীলতা তৈরি, ভোটারদের বিভ্রান্ত করা এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে এআই ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত ভিডিও, ফটোকার্ড ও বিভিন্ন মাধ্যমে অপপ্রচার
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও নির্বাচনি প্রচারণায় নারী প্রার্থী এবং কর্মীদের অপমানকর, বিদ্বেষমূলক, ধর্মান্ধ ও পুরুষতান্ত্রিক হয়রানি; তা বন্ধে কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কিছু প্রয়াস সত্ত্বেও কার্যকর পদক্ষেপ নেই।

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

তফসিল ঘোষণা-পূর্ব সময়....

নির্বাচনি প্রচারণা

- অনুমোদিত সময়ের আগেই রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণা শুরু
- সকল সম্ভাব্য প্রার্থীর দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ (ধারা ৩ ও ৪) ভঙ্গ করে দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন এবং বিভিন্ন স্থাপনায় পোস্টার ও প্রচারণা সামগ্রী লাগানো
- প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়ের আগেই দলগুলোর সম্ভাব্য প্রার্থীদের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়-
  - সার্বিকভাবে ৩৩.৮ শতাংশ প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়সীমা অতিক্রম; ব্যয়সীমা অতিক্রান্ত প্রার্থীদের গড়ে ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৩১০ টাকা ব্যয় (৪ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত)
- কমিশন সম্ভাব্য প্রার্থীদের মাঠ থেকে নির্বাচনি প্রচারণা সামগ্রী অপসারণের নির্দেশনা দিলেও ৮১.৩ শতাংশ প্রার্থীদের তা অমান্য করা- প্রচারণা সামগ্রী অপসারণের নির্দেশ প্রদানের কারণে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ফোনে প্রচারণাকারী প্রার্থীর হুমকি প্রদান
- প্রশাসনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা, দলের পক্ষে কাজ করার জন্য হুমকি দিয়ে নেতাদের বক্তব্য।

তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময়....

বৈষম্য হ্রাসে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার, দলীয় মনোনয়ন এবং অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া

- প্রার্থীদের যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বিচার না করে মনোনয়ন প্রদানের অভিযোগ; সক্রিয় ও দলের প্রতি অধিক অবদান রাখা প্রার্থীরা মনোনয়ন বঞ্চিত হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত; মনোনয়ন বঞ্চিতদের আন্দোলন, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা-ক্ষমতার রাজনীতির দৃষ্টান্ত
- জুলাই সনদে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের অঙ্গীকারের পরও বাস্তবে দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারীদের উপেক্ষা করা হয়েছে- মোট প্রার্থীর মাত্র ৪.০৫ শতাংশ নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রদান
  - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৩০টি রাজনৈতিক দলে কোনো নারী প্রার্থী নেই; বিএনপি'র ২.৮ শতাংশ, জাতীয় পার্টি'র ৩.১ শতাংশ এবং এনসিপি'র ৬.৩ শতাংশ নারী প্রার্থীর মনোনয়ন প্রদান; স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে এই হার ৭.৮৭ শতাংশ, যা যোগ্য নারী প্রার্থী এগিয়ে আসেনা এই যুক্তির সার্বত্তাহীনতার পরিচায়ক; দলের মধ্যেও যোগ্য নারী প্রার্থীকে যোগ্যতা সত্ত্বেও জোটগত স্বার্থসহ ক্ষমতার রাজনীতির কারণে বঞ্চিত করার অভিযোগ; তুলনামূলকভাবে ছোট দলগুলোর কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী মনোনয়নের হার বেশি
  - নারী প্রার্থীদের প্রচারণায় বাধা প্রদান, অশালীন, নারীবিদ্বেষী মন্তব্য ও প্রচারণা, প্রচারণা সামগ্রী ছেঁড়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অধিকতর অশ্লীলতা ও ধর্মান্ধ হয়রানির অভিযোগ।

তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময়....

- রাজনৈতিক দলগুলোর এবং স্বতন্ত্র হিসেবে মোট প্রার্থীর মাত্র ৩.৯১ শতাংশ (৭৯ জন) ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী'র মনোনয়ন; এর মধ্যে স্বতন্ত্র ১২ জন এবং নারী প্রার্থী ১০ জন
  - ২৯টি রাজনৈতিক দল ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি
  - সিপিবি থেকে ৬৩ জনের মধ্যে ১৭ জন ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু, বিএনপি থেকে ২৮৯ জনের মধ্যে ৬ জন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে ২২৮ জনের মধ্যে ০১ জন, এনসিপি থেকে ৩২ জনের মধ্যে ০১ জন প্রার্থীর মনোনয়ন প্রদান।

নির্বাচনি সমঝোতা, জোট, কোন্দল ও রাজনৈতিক বিভাজন

- বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ১১ দলীয় জোট গঠন
  - প্রার্থীর নিজ দল ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগদান এবং বিএনপি'র প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ
  - দলীয় নমিনেশন না পেয়ে নেতা-কর্মীদের অবরোধ, ভাংচুর, স্বতন্ত্র প্রার্থীতা ঘোষণা; বিদ্রোহী প্রার্থীদের দল থেকে বহিষ্কার; প্রচারণাকালে বহিষ্কৃত নেতা-কর্মীদের সাথে সংঘর্ষ
  - সমঝোতার পরও প্রভাবশালী দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার না করে প্রচারণা অব্যাহত এবং শরিকদের মধ্যে বিবাদ
  - জামায়াতের সাথে জোটের প্রেক্ষিতে এনসিপির প্রথম সারির বেশ কিছু নেতার দল ত্যাগ
  - জামায়াতের সাথে আসন সমঝোতা না হওয়ায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ১১ দলীয় জোটের বাইরে এককভাবে নির্বাচন।

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময়....

অর্থ, ধর্ম এবং পেশী শক্তির ব্যবহার

নির্বাচনে লাগামহীন অর্থের ব্যবহার অব্যাহত- প্রচারণার অনুমোদিত সময় শেষ হওয়ার অনেক আগেই প্রার্থীদের নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়

- প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোর ভোটারদের প্রভাবিত করতে নগদ অর্থ প্রদানের অভিযোগ
- একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের তালিকা সংগ্রহ এবং সেই দলের হয়ে কাজ করার জন্য তাদের অর্থ, বিবিধ সুবিধা, হুমকি প্রদানের মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টির প্রয়াসের তথ্য
- রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনি প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার; নারীকে অবমাননা করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট এবং তা নিয়ে বিতর্ক; সামাজিক যোগযোগ মাধ্যম হ্যাকিং এর অভিযোগ
- রাজনৈতিক প্রচারণায় সুপ্ত, গুপ্ত এবং চাঁদাবাজি নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক জোটের প্রার্থীদের ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক পাল্টাপাল্টি বক্তব্য- তিক্ত এবং উত্তপ্ত নির্বাচনি পরিস্থিতি
- নির্বাচনের দিন ব্যবহারের জন্য অবৈধ সিল সহ রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার; ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অভিযোগ প্রতিপক্ষের।
- মাঠপর্যায়ে কোনো কোনো আসনে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের বিভিন্ন ভাবে হয়রানি। "নির্বাচনের পর দেখে নেওয়া হবে" মর্মে হুমকি ও এলাকা থেকে বলপূর্বক বহিষ্কার ইত্যাদি ঝুঁকি ও চর্চা চলমান

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

তফসিল ঘোষণা-পরবর্তী সময়....

নির্বাচনি প্রচারণায় আচরণবিধি প্রতিপালন

- সকল প্রার্থী কর্তৃক কোনো না কোনো নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ-
  - মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যবিহীন প্রচারণা সামগ্রী ব্যবহার
  - যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদি
  - প্রতিপক্ষ প্রার্থীর পোস্টার, ব্যানার বা ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা, নষ্ট করা
  - পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা
- নির্বাচনি প্রচারণাকে কেন্দ্র করে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অধিক সংঘর্ষ- একটি আসনে দুই দলের সংঘর্ষে একজনের প্রাণহানি।

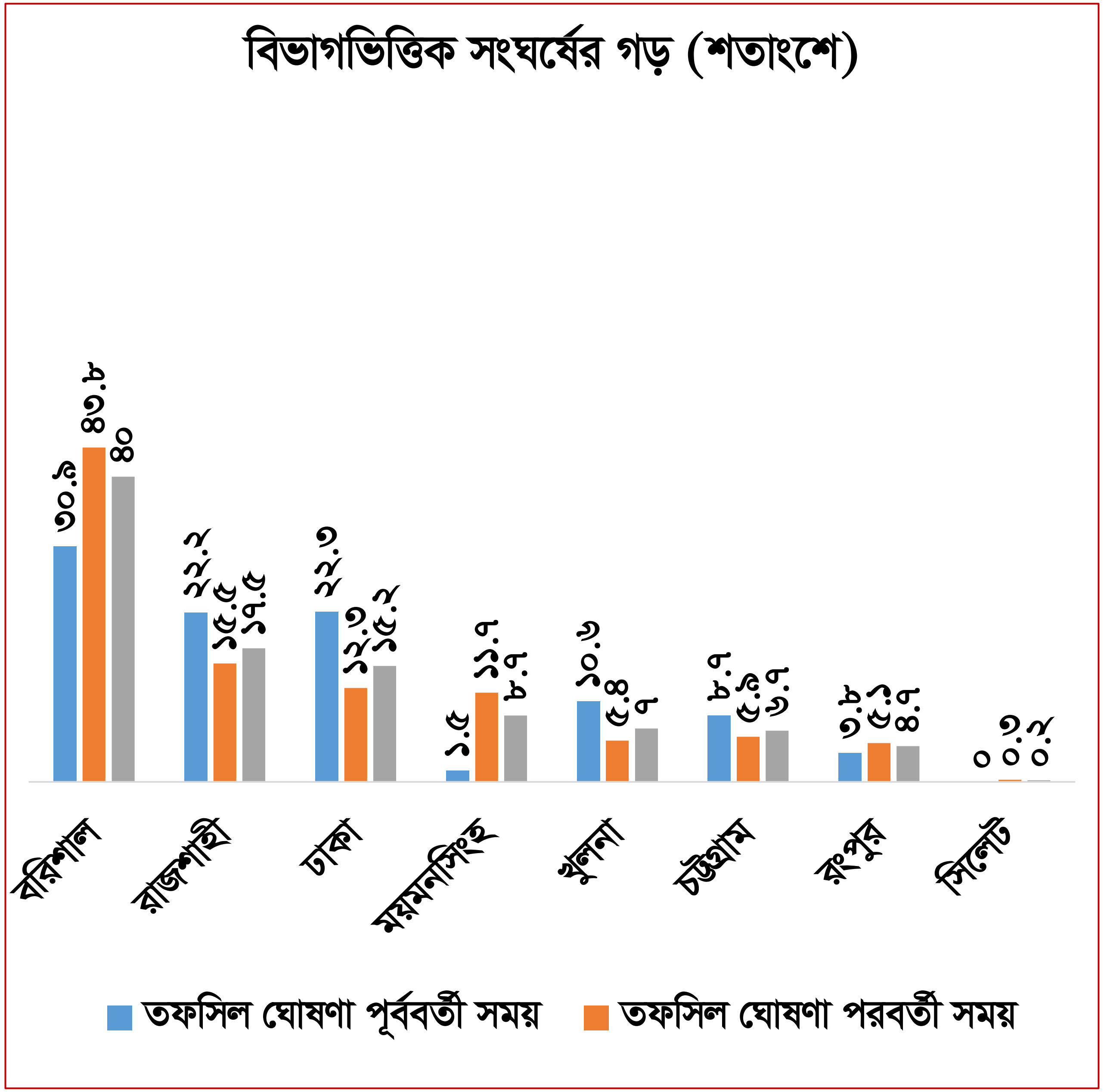

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা

- যৌথ বাহিনীর অভিযান চললেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি; ছিনতাই, রাহাজানি, মব সহিংসতা অব্যাহত
- তফসিল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী হত্যাকাণ্ডের শিকার; দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক কর্মী এবং প্রতিপক্ষের উপর হামলা, গুলিবর্ষণ, হত্যাকাণ্ড অব্যাহত; আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্লিপ্ততা ও তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

গণমাধ্যমের ভূমিকা

- সরকারি প্রচারমাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল ও দলীয় প্রধানের কার্যক্রমের অধিক কাভারেজ প্রদান এবং নির্বাচনি প্রচারণায় দৃশ্যমান সহায়ক ভূমিকা পালন
- অন্যান্য গণমাধ্যমগুলোতে নির্বাচনি প্রচারণার কাভারেজে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের প্রচারণার ছবি এবং সংবাদের আধিক্য লক্ষণীয়
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদ বেশিরভাগ গণমাধ্যমে কম পরিবেশন

সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

- বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষকদের দলীয় রাজনৈতিক প্রচারণায় অংশগ্রহণ
- সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক দলের প্রচারণায় অংশগ্রহণ, গান ও গজল গাওয়া
- স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচনের পূর্বে নির্দিষ্ট কিছু আসনে বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ- ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ, যা পদত্যাগ-পূর্ব উপদেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের বিবেচনায় বিতর্কিত।

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: সরকারি প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

- ১ অক্টোবর ২০২৫ - ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে নির্বাচন সম্পর্কিত সংবাদে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের পেছনে মোট ব্যয়িত সময় - ৪৪৬ মিনিট ১৯ সেকেন্ড; যার মোট প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ৪ কোটি ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫০০ টাকা; নির্বাচনি প্রচারণা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারে একটি দলের প্রাধান্য

রাজনৈতিক দল	পর্যায়			মোট ব্যয়িত সময়	প্রাক্কলিত* মোট আর্থিক মূল্য (টাকা)	মোট ব্যয়িত সময় (শতাংশ)
	তফসিল ঘোষণার পূর্ব (১ অক্টোবর থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে অনুমোদিত সময়ের পূর্বে (১২ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০২৬)	প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়কালে (২২-৩১ জানুয়ারি ২০২৬)			
ক দল	১৪৪ মিনিট ১৯ সেকেন্ড	৯৮ মিনিট ৪০ সেকেন্ড	৫৭ মিনিট ৯ সেকেন্ড	৩০০ মিনিট ৮ সেকেন্ড	২,৭০,১২,০০০	৬৭.২৫
খ দল	২৭ মিনিট ২ সেকেন্ড	১৯ মিনিট ৩২ সেকেন্ড	৩৯ মিনিট ১৫ সেকেন্ড	৮৫ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড	৭৭,২৩,৫০০	১৯.২২
গ দল	৩৮ মিনিট ৫২ সেকেন্ড	৯ মিনিট ৮ সেকেন্ড	১২ মিনিট ১২ সেকেন্ড	৬০ মিনিট ১২ সেকেন্ড	৫৪,১৮,০০০	১৩.৪৯
ঘ দল	০ মিনিট	০ মিনিট	০ মিনিট	০ মিনিট	০	০.০০
স্বতন্ত্র	০ মিনিট	০ মিনিট	১০ সেকেন্ড	১০ সেকেন্ড	১৫,০০০	০.০৪
মোট	**২১০ মিনিট ১৩ সেকেন্ড**	**১২৭ মিনিট ২০ সেকেন্ড**	**১০৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড**	**৪৪৬ মিনিট ১৯ সেকেন্ড**	**৪০,১৬৮,৫০০**	**১০০.০০**

*বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপন মূল্যহার অনুযায়ী, 'পিক টাইম' সংবাদের মাঝে প্রচারিত 'স্পট বিজ্ঞাপন' ক্যাটাগরির প্রতি ১০ সেকেন্ডের মূল্যহারের ভিত্তিতে।

প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: সরকারি প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

- ১ অক্টোবর ২০২৫ - ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিটিভি'র রাত ৮ টার খবরে অন্তর্বর্তী সরকার, নির্বাচন কমিশন, গণভোটের প্রচারণা এবং অন্যান্য বিষয়ে মোট ব্যয়িত সময় - ৪৯২ মিনিট ৯ সেকেন্ড; যার প্রাক্কলিত মোট আর্থিক মূল্য ৪ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫০০ টাকা; গণভোটের প্রচারণায় অল্প সময় ব্যয়

অংশীজন/বিষয়	পর্যায়			মোট ব্যয়িত সময়	প্রাক্কলিত* মোট আর্থিক মূল্য (টাকা)	মোট ব্যয়িত সময় (শতাংশ)
	তফসিল ঘোষণার পূর্ব (১ অক্টোবর থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে অনুমোদিত সময়ের পূর্বে (১২ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০২৬)	প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়কালে (২২ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬)			
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার	১১৮ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড	৮৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড	১৩ মিনিট ৩২ সেকেন্ড	২১৭ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড	১,৯৬,০৯,৫০০	৪৪.৩০
নির্বাচন কমিশন	১০৯ মিনিট ৪১ সেকেন্ড	৬৯ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড	২১ মিনিট ২০ সেকেন্ড	২০০ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড	১,৮০,৫৪,০০০	৪০.৭৮
গণভোটের প্রচারণা	০ মিনিট	২৮ মিনিট ২৯ সেকেন্ড	৮ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড	৩৭ মিনিট ১২ সেকেন্ড	৩৩,৪৮,০০০	৭.৫৬
অন্যান্য	২৫ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড	৮ মিনিট ২৯ সেকেন্ড	২ মিনিট ২২ সেকেন্ড	৩৬ মিনিট ২৮ সেকেন্ড	৩২,৮২,০০০	৭.৩৬
মোট	**২৫৪ মিনিট ১২ সেকেন্ড**	**১৯২ মিনিট ০ সেকেন্ড**	**৪৫ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড**	**৪৯২ মিনিট ৯ সেকেন্ড**	**৪৪,২৯৩,৫০০**	**১০০.০০**

*বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার বিজ্ঞাপন মূল্যহার অনুযায়ী, 'পিক টাইম' সংবাদের মাঝে প্রচারিত 'স্পট বিজ্ঞাপন' ক্যাটাগরির প্রতি ১০ সেকেন্ডের মূল্যহারের ভিত্তিতে।

- শুরুতে তুলনামূলক সুস্থ প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা গেলেও, ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা সহিংসতাপূর্ণ নির্বাচনি কার্যক্রমের পুরাতন রাজনৈতিক চর্চা বজায় রেখেছেন। ফলে নির্বাচনে দল ও জোটের মধ্যে সংঘাত, আন্তঃদলীয় কোন্দল, ক্ষমতার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং সহিংসতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে
- নির্বাচনি সহিংসতার পাশাপাশি পতিত কর্তৃত্ববাদী শক্তির ঘোষিত নির্বাচন বিরোধী তৎপরতার ফলে অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি রয়েছে
- পূর্বের ন্যায় রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনে অর্থ, ধর্ম ও পেশী, পুরুষতান্ত্রিক ও গরিষ্ঠ তান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার শুধু অব্যাহতই রাখেননি, বরং বিশেষ করে অর্থ ও ধর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে
- অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য অংশীজনের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি দৃশ্যমান হচ্ছে। বিশেষকরে, রাজনৈতিক সংঘাত এবং নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা প্রতিরোধে কমিশনের উপর আরোপিত ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগ দৃশ্যমান নয়
- অনলাইন ও অফলাইন প্রচরণাসহ নির্বাচনের প্রায় প্রতিটি স্তরে দল এবং প্রার্থীরা আচরণবিধির ব্যাপক লঙ্ঘনসহ বিবিধ অনিয়ম করলেও কমিশন তার অনেকটা অপারগতার কারণে এড়িয়ে যাচ্ছে বা অগ্রাহ্য করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, যা নির্বাচনে সকল দল এবং প্রার্থীর প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র এবং সকল শ্রেণির ভোটারদের জন্য অপরিহার্য সুস্থ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিতে ব্যাপক ঘাটতির ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- নির্বাচন আয়োজনে সম্পৃক্ত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে, বিশেষকরে, প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের একাংশের মধ্যে সুস্থ ও প্রভাবমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে ব্যর্থতা, অনিয়ম ও নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়
- নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালনে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনকে অসহযোগিতার মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের অনেকের ক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ ক্রমাগত দৃশ্যমান হচ্ছে।

গণভোট

গণভোটের প্রচারণা: টিআইবি'র পর্যবেক্ষণ

- প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলসমূহের বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে গণভোট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের দোদুল্যমানতা ও উভয়পক্ষের সন্তুষ্টি প্রত্যাশী অধ্যাদেশ প্রণয়ন, যা শুরুতেই গণভোটের বিষয় ও প্রশ্ন নিয়ে ধোঁয়াশা, বিভ্রান্তি ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে
- একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট এবং সংসদে উচ্চকক্ষ বিষয়ক বাধ্যবাধকতার সিদ্ধান্ত যদি উক্ত সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় বিবেচনা করা হয়েও থাকে, তবুও বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে
- এমন বিশাল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, বিশেষ করে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও গণভোট এবং 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়ায় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে কোনো প্রকার গঠনমূলক পরামর্শ বা সমন্বয়ের সুযোগ নেয়া হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি
- সরকারের প্রচারণা কার্যক্রম শুরু হওয়ার ১৮ দিন পর সরকারি কর্মচারীদের গণভোটের পক্ষে প্রচার সম্পর্কে যে নির্দেশনা নির্বাচন কমিশন দিয়েছিল তা কতটুকু সুচিন্তিত, আইনসম্মত ও গঠনমূলক, এসব প্রশ্নের কারণে আরও অধিকতর বিতর্ক সৃষ্টি করেছে
- নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনায় নির্বাচন ও গণভোটের সমার্থক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, যা প্রশ্নবিদ্ধ, কারণ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ২(৭) অনুযায়ী "নির্বাচন অর্থ এ আদেশের অধীন কোনো সদস্যের আসনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন"। অর্থাৎ কোনোভাবেই গণভোটকে নির্বাচনের সমার্থক বিবেচনার সুযোগ নেই, গণভোটে ভোটার কোনো আসনে বা কোনো সদস্যের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেয় না
- প্রজ্ঞাপন জারির আগে গণভোট অধ্যাদেশ প্রণেতা হিসেবে সরকারের সাথে নির্বাচন কমিশন আলোচনার সুযোগ নিলে তার স্বাধীন ভূমিকার চর্চা প্রশ্নবিদ্ধ হতো না, বরং অযাচিত বিভ্রান্তি পরিহার করা সম্ভব হতো।

গণভোটের প্রচারণা: টিআইবি'র পর্যবেক্ষণ

- সর্বোপরি সরকার ও নির্বাচন কমিশন, উভয়েরই অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের ফলে গণভোটে সরকারের সরাসরি ভূমিকাকে কেন্দ্র করে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে
- জুলাই অভ্যুত্থান প্রদত্ত ম্যান্ডেট অনুযায়ী রাষ্ট্র সংস্কারের মূল অনুঘটক জুলাই সনদের ওপর গণভোটে 'হ্যাঁ' রায় অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন সরকারের দায়িত্ব। এ ভূমিকা পালনে নির্বাচন কমিশন একমত না হওয়ার কোনো আইনগত বা যৌক্তিক ভিত্তি ছিলো না
- তবে এ দায়িত্ব পালনে শুরু থেকেই সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি এনজিও ও ব্যাংক সহ বিভিন্ন অংশীজনের ওপর অযাচিতভাবে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে সরকার নিজেদের প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে গণভোট পরিচালনার অর্থায়ন ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রশ্ন
- বিশেষ করে তফসিল ঘোষণার পর থেকে যেহেতু সরকারি কর্মচারীগণ আইনত নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্বাধীন, সরকার তার কর্মচারীদের গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে প্রচারণা যৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও নির্দেশনা প্রদানের আগে নির্বাচন কমিশনের সম্মতি না নিয়ে নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করেছে
- অন্যদিকে এ হস্তক্ষেপের কারণে বা অন্য যে বিবেচনায় হোক নির্বাচন কমিশন এক্ষেত্রে আইনের ভুল ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে নিষ্প্রয়োজনীয় ও বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার ও নির্বাচন কমিশন গণভোটকে বিতর্কিত করে ঐতিহাসিক গণভোট আয়োজনে নিজেদের প্রত্যাশিত ভূমিকা সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে

গণভোট ও টিআইবি'র অবস্থান

- গণভোটের মূল ভিত্তি রক্তাক্ষরে রচিত জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত সিংহভাগ প্রস্তাব, যা টিআইবি'র মূল ম্যান্ডেট এবং দীর্ঘকালের গবেষণা ও অধিপরামর্শ-প্রসূত চাহিদা ও প্রত্যাশার অবিচ্ছেদ্য অংশ; সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি প্রতিরোধ, মানুষের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষা, দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ ও বিভিন্ন বৈচিত্র্য নির্বিশেষে সকল মানুষের সমঅধিকারের প্রত্যয়
- গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের মাধ্যমে যা সমর্থনের সুযোগ রয়েছে;
  - সাংবিধানিক সংস্কারের অংশ হিসেবে জুলাই সনদের ৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদ সংশোধন ক্রমে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার কে নিষিদ্ধ করা
  - ৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান
  - গণভোটের আওতায় সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাবের পাশাপাশি, জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত অপরাপর প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন; যার মধ্যে বিশেষ করে জুলাই সনদের দুর্নীতি প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট ৭০-৮৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন।

গণভোট ও টিআইবি'র অবস্থান

- সরাসরি দুর্নীতি প্রতিরোধক এ ধরনের প্রস্তাবের বাইরে বৃহত্তর পরিসরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত জাতীয় আত্মপরিচয় ও মূল্যবোধ অটুট রাখা এবং জুলাই অভ্যুত্থানের মূল প্রত্যাশা অনুযায়ী জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র ও সুশাসন উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্যান্য অনেক সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব; বিশেষ করে-
  - রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি
  - বহুজাতি, বহুগোষ্ঠী, বহুধর্মী, বহুভাষী ও বহুসংস্কৃতির দেশ হিসেবে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও মর্যাদা
  - মৌলিক অধিকারের তালিকা সম্প্রসারণ, সুরক্ষা ও বাস্তবায়ন
  - বিচার বিভাগ ও সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বাধীনতা
  - সংসদে যদি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা হয় তা যেন নিম্নকক্ষের আসন সংখ্যার পরিবর্তে ভোটের অনুপাতে হয়
  - সংসদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ১০০ এবং পর্যায়ক্রমে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন
  - সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে কেবল অর্থবিল ও অনাস্থা প্রস্তাব ছাড়া সকল ক্ষেত্রে নিজ দলের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্যগণের অবস্থান গ্রহণের বিধান
  - বিরোধীদল থেকে সংসদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন
  - সংসদীয় কমিটিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৪টি (সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি) এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে সংখ্যানুপাতে বিরোধীদলের প্রতিনিধিদের সভাপতি হিসেবে নির্বাচন, ইত্যাদি।

দুর্নীতিকে
না বলুন
গণভোটে
হ্যাঁ বলুন

ধন্যবাদ